

১ম-১০ম তারাবীহ

তারাবীতে নিয়মানুযায়ী প্রথম ছয় দিন দেড় পারা করে তিলাওয়াত করা হবে। ছয় দিনে পড়া হবে ৯ পারা। আর বাকি ২১ দিনে এক পারা করে পড়ানো হয়।

১ম তারাবীহ : প্রথম দেড় পারা সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারা প্রথমার্ধ

তারাবীহ : সূরা বাকারা, আল ইমরান প্রথমার্ধ

৩য় তারাবীহ : সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা প্রথমার্ধ

৪র্থ তারাবীহ : সূরা নিসা, সূরা মায়িদাহ দুই তৃতীংশ

৫ম তারাবীহ : সূরা মায়িদাহ, সূরা আরাফ

৬ষ্ঠ তারাবীহ : সূরা আরাফ, সূরা আনফাল প্রথমার্ধ

৭ম তারাবীহ : সূরা আনফাল, সূরা তওবা(দুই তৃতীংশ) (১০ম পারা)

৮ম তারাবীহ : সূরা তওবা, সূরা ইউনুস(সম্পূর্ণ), সূরা হুদ (৫ আয়াত) (১১থ পারা)

৯ম তারাবীহ : সূরা হুদ, সূরা ইউসুফ (১২থ পারা)

১০ম তারাবীহ : সূরা ইউসুফ, সূরা রাদ, সূরা ইবরাহিম (১৩থ পারা)

লিখেছি তাও পিডিএফ দেখতে হবে |

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

১ম তারাবীহ :

সূরা ফাতিহা

সূরা ফাতিহা কুরআনের সবচেয়ে মহিমাম্বিত সূরাগুলোর একটি। এ জন্য হাদীসে এটিকে উম্মুল কুরআন বা কুরআনের মূল^[৩] বলা হয়েছে। কাজক্ষিত বিষয় নিবেদন করার আগে আল্লাহর গুণকীর্তন ও প্রশংসা করতে হয়, এই সূরায় সেটি শেখানো হয়েছে। এই সূরার মূল বিষয় তিনটি।

এক. মহান আল্লাহর প্রশংসা। দুই. ইবাদত-দাসত্ব ও প্রার্থনা কেবল আল্লাহর জন্যই নিবেদিত, তার সীকারোক্তি। তিন. হেদায়েত বা সরল-সঠিক পথের নির্দেশনা এবং আল্লাহর ক্রোধের পাত্র ও পথভ্রষ্টদের পথ থেকে আত্মরক্ষার প্রার্থনা। হেদায়েত মুমিনের জীবনে এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রতিদিন ফরয সালাতে কম পক্ষে সতেরো বার সূরা ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে হেদায়েত কামনা করতে হয়।

সূরা বাকারা

সূরা বাকারা মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা। এ সূরার শুরুতে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন, এই গ্রন্থের প্রতিটি বিষয় সন্দেহাতীতভাবে সত্য। এটি মুত্তাকীদের পথপ্রদর্শক। এরপর মানুষকে মুত্তাকী, কাফির ও মুনাফিক—এই তিন ভাগে ভাগ করে তাদের বৈশিষ্ট্য এবং পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে।

****এই ভাবে সব পিডিএক একবার পড়লেই হবে যেভাবে কিছু পৃষ্ঠা দাগাই দিছি | **

মূল পরীক্ষার আগে সব দাগানোর চেষ্টা করব , ইনশাআল্লাহ্ | ****

ঘটনাবলি

আজকের তিলাওয়াতকৃত অংশের শুরুর দিকে রয়েছে প্রথম মানব আদম (আ.)-এর সৃষ্টি, আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে অহংকারবশত তাকে সম্মান জানাতে ইবলিসের অস্বীকৃতি, আদম ও হাওয়া (আ.)-এর জন্মাতে প্রবেশ ও শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে জন্মাতে থেকে বের হওয়া এবং আল্লাহর শেখানো তাওবার দোয়া পাঠ করে ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার বিবরণ। এটি কুরআনে বর্ণিত প্রথম ঘটনা। ২/৩০-৩৯

এরপর ফিরাউনের জুলুম থেকে রক্ষাসহ বনী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহর অসংখ্য বিশেষ অনুগ্রহের উল্লেখ এবং এতদসত্ত্বেও তাদের হঠকারিতা ও অবাধ্যতার ইতিহাস উঠে এসেছে। ২/৪০-৬৬

তারপর রয়েছে গাভির ঘটনা। সূরাতুল বাকারা মানে গাভির বিবরণ সংক্রান্ত সূরা। বনী ইসরাইলের এক খুনীকে অলৌকিকভাবে চিহ্নিত করার জন্য তারা তাদের নবীর নিকট আবেদন করে। মহান আল্লাহ তাদেরকে একটি গাভি জবাইয়ের নির্দেশ দেন। তারা তা পালনে গড়িমসি ও কালক্ষেপণ করতে থাকে। অবান্তর প্রশ্ন করে সরল বিষয়কে আরো জটিল করে তোলে। এই সূরায় বনী ইসরাইলের কুটচরিত্রের উল্লেখের পাশাপাশি শেষের দিকে মুমিনদের আনুগত্যের প্রসংসা করা হয়েছে। অর্থাৎ, ঈমানদারগণ যেভাবে আল্লাহর নির্দেশ পায়, সেভাবেই মান্য করে। তারা বনী ইসরাইলের মতো আল্লাহর নির্দেশ মানতে গড়িমসি ও বিলম্ব করে না। ২/৬৭-৭৩

সুলাইমান (আ.)-এর যুগে বাবেল শহরে হারুত-মারুত নামে দুজন ফেরেশতা আগমন করেন। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে বাবেলবাসীকে পরীক্ষামূলক জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিতেন এবং জাদুর ক্ষতি হাতে-কলমে দেখিয়ে তা থেকে সতর্ক করতেন। অথচ বাবেলবাসী ফেরেশতাদ্বয়ের কাছ থেকে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ না করে বরং জাদুর চর্চা করে ভয়ংকর কুফুরীতে লিপ্ত হয়। তাদের পাপ এমন, এর ফলে আখিরাতে তাদের কোনো উত্তম বিনিময় থাকবে না। আলোচ্য সূরায় এই ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে। ২/১০২-১০৩

এরপর ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ.) কর্তৃক কাবার ভিত্তি স্থাপনের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। সে সময় তারা আল্লাহর নিকট কয়েকটি চমৎকার দোয়া করেছিলেন, আমাদের শিক্ষার জন্য সেই দোয়াগুলোও আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। ২/১২৭-১২৯

মুসলমানদের প্রথম কিবলা ছিল বাইতুল মাকদিস। মাক্কা জীবনে মুসলমানদের প্রতি বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে সালাত আদায়ের নির্দেশ ছিল। মদীনায়া আসার পরও সতের মাস সে নির্দেশ বহাল ছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আবাক্কাফার প্রেক্ষিতে বাইতুল মাকদিসের পরিবর্তে বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে সালাত

২য় তারাবীহ

- দ্বিতীয় তারাবীহর পঠিতব্য অংশ হলো কুরআনের দ্বিতীয় পারার শেষার্ধ ও পুরো তৃতীয় পারা। আজকের তিলাওয়াতে থাকবে সূরা বাকারার শেষাংশ ও সূরা আলে ইমরানের প্রথমাংশ।

ঘটনাবলি

বনী ইসরাইলের কিছু লোক অত্যাচারী জালুতের জুলুম থেকে মুক্তির আশায় সে সময়ের নবীর কাছে একজন শাসক কামনা করে, যেন তার নেতৃত্বে তারা যুদ্ধ করতে পারে। আল্লাহ তালুতকে তাদের নেতা মনোনীত করে তার নেতৃত্বে যুদ্ধের নির্দেশ দেন। কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত অধিকাংশই যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। মহান আল্লাহ দৃঢ়পদ, ধৈর্যশীল এবং অনুগতদের জালুতের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন। ২/২৪৬-২৫১

জীবন-মৃত্যুর সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ। মৃত্যুর পর তিনি সবাইকে পুনরায় জীবিত করবেন। যিনি শূন্য থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, মৃত্যু-পরবর্তী পুনরুত্থান তার জন্য কঠিন কিছু নয়। আজকের তারাবীহতে চারটি ঘটনার মাধ্যমে সেটি তুলে ধরা হয়েছে।

এক. যুদ্ধ কিংবা মহামারীতে মৃত্যুর ভয়ে পলায়ন করা নিষেধ। বনী ইসরাইলের কয়েক হাজার লোক মৃত্যুভয়ে আবাসভূমি ত্যাগ করেছিল। এই কৃতকর্মের শাস্তি-স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে মৃত্যু দিয়ে পুনরায় জীবিত করেন এবং সাভাবিক জীবনের সুযোগ দেন; যেন তারা তাওবা ও শিক্ষা অর্জন করতে পারে। ২/২৪৩

দুই. অহংকারী নমরুদ নিজেকে স্রষ্টা এবং জীবন-মৃত্যুর মালিক দাবি করে শিশুসুলভ যুক্তি পেশ করায় ইবরাহীম (আ.) পাল্টা যুক্তি দিয়ে তাকে নিরুত্তর ও হতভম্ব করে দেন। ২/২৫৮

তিন. উযায়ের (আ.) আল্লাহর কাছে জানতে চান, কীভাবে তিনি মানুষকে মৃত্যুর পর জীবিত করবেন। আল্লাহ চাম্পুস প্রমাণের জন্য তাকে মৃত্যু দিয়ে একশ বছর পর পুনরায় জীবিত করেন। ২/২৫৯

চার. পূর্ণ ঈমানের পরও শুধু কৌতূহলবশত একই প্রশ্ন করেছিলেন ইবরাহীম (আ.)। আল্লাহ তাকে চারটি পাখি টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন পাহাড়ে রেখে আসতে বলেন।

